প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

আমাদের আমন্ত্রণে কষ্ট স্বীকার আপনারা এখানে এসেছেন। সে জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আপনারদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহে আমাদের পাশে থেকে গণমাধ্যম যে সাহসী ও সঠিক ভূমিকা পালন করেছে সে জন্য আমি গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত সাংবাদিক ও কলাকুশলীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

বর্তমান বৈশ্বিক নিরাপত্তা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বিমানবন্দসমূহের নিরাপত্তাসম্পর্কিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আপনারা সম্যক অবগত। তবুও আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরছি। গতবছরের ৫ নভেম্বর মিশরের অবকাশ নগরী শার্ম-আল-শেখের আকাশে একটি রুশ যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হলে। বিশ্বব্যপি এভিয়েশন সিকিউরিটি ব্যাপক সমালোচিত হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৮ টি দেশের ৩০টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরও ছিলো।

এ ব্যাপারে এভিয়েশন নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত, বৃটিশ হাইকমিশনারসহ বিভিন্ন কুটনৈতিক চ্যানেলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের অবজারভেশন দেয়। সে মোতাবেক আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিই যাত্রীদের সাথে আগত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধরিত কনকার্স হল আমরা বন্ধ করে দেই, ভিআইপিদের সাথে অতিরিক্ত ব্যক্তিবর্গের লাউঞ্জে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি। এ ব্যাপারে আমি জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে বক্তব্য দেই। এবং সকল মাননীয় মন্ত্রীদের সহযোগিতা চেয়ে পত্র প্রদান করি। কার্গো বিমান ও যাত্রীবাহ বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করি। বিমান বন্দরের নিরপত্তা নিশ্চিতে এয়ারফোর্স, পুলিশ এবং আনসারের সমন্বয়ে এভিয়েশন সিকিউরিটি ফোর্স গঠন করা হয়। বিমান বন্দরের নিরপত্তায় প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট সংগ্রহে একনেকে ৯০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পাশ হয়। ১৯৬০ সালের বেসামরিক বিমান চলাচল আইনকে যুগোপোযোগী করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তপক্ষ আইন-২০১৬ মন্ত্রীসভা অননুমোদন করে। আমাদের এসব গৃহীক কার্যাবলী বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

এমনি অবস্থায় গত ৮মার্চ,২০১৬ খ্রি. যুক্তরাজ্যের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটি পত্র মারফত জানায় বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে সরাসরি কার্গো পণ্য পরিবহন আপাতত: স্থাগিত থাকবে। এবং চিঠিতে তিনি ৩১ মার্চের মধ্যে একটি সমন্বিত পরিককল্পনা বাস্তবায়নের কথা ব্যক্ত করেন এবং ইঙ্গিত দেন এটি না হলে যাত্রীবাহী বিমান পরিবহনও বিঘ্নিত হতে পারেন। একই বিষয়ে যুক্তরাজ্যের ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার আমাকে ফোন করেন।

বিষয়টিকে আমরা আমাদের দেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তির সাথে সম্পৃক্ত মনে করে ত্বরিৎ এ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রতিদিন বিমানবন্দরে অফিস করার সিদ্ধান্ত নিই। সবাইকে নিয়ে কার্গো কমপ্লেক্স পরিদর্শন করি। গত ১১ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনের সাথে জরুরী বৈঠক করি। সে বৈঠকে বিমান বন্দরে নিরাপত্তা সেবাদানে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। তাঁদের পরামর্শে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে রেড লাইন সিকিউরিটি এজেন্সি নামক প্রতিষ্ঠানকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দেই।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ -এর ৬৮ ধারা মেনে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন নিয়েই এ চুক্তি করা হয়। এ বিধান অনুসারে জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরাসরি সেবা ক্রয় করা যেতে পারে

গত ২১ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে Redline Assured Security এর সাথে বেবিচকের চুক্তি সম্পাদিত হ
অনুযায়ী গত ২৪ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মোট ৩১ জন Redline সদস্য (প্রশিক্ষক, ব্যবস্থাপক ও স্ক্রিনার) হযর
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়োজিত হয়। Redline প্রথমে বোর্ডিং গেইট ২-এ লন্ডনগামী বাংলাদেশ বিমানে
ফ্লাইট এর পরিচালনা তদারকি শুরু করেন। পরবর্তীতে আরো অধিক প্রশস্ত আঙ্গিকে বোর্ডিং গেইট 1x-এর আন্তর্জাতি
মানে তারা যাত্রী সাধারনের নিরাপত্তা তল্লাশীর জন্য সাজিয়ে নেন। বেবিচকের নিরাপত্তাকর্মী ও স্ক্রিনারদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষ
প্রদানের পর গত ২৪-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে Redline বেবিচক নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে লন্ডন ফ্লাইট এর সম্পূ
দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। সেই দিন থেকে অদ্যাবধি সিএএবি নিরাপত্তাকর্মীগন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে বিমানের লন্ড
ফ্লাইট পরিচালনাকরে আসছেন।

এছাড়া Redline এর নিয়োজিত বিমানবন্দর নিরাপত্তা পরিচালক ও বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক বেবিচকের পরিচাল
হশাআবি, উপ-পরিচালক হশাআবি ও প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তাগনের সাথে পাশাপাশি কাজ করে বিমানবন্দরের বিভি
সমস্যা চিহ্নিতকরন ও তার সুরাহার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন।

পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের আওতায় Redline সিএএবি'র নিরাপত্তাকর্মকর্তা/কর্মচারীদেও নিম্নেবর্নিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেঃ

কোর্সেরনাম	কোর্সেরসংখ্যা	অংশগ্রহনকারীরসংখ্যা
গ্রাউন্ডসিকিউরিটি অফিসার	০৪ (চার)	৪০ জন
গ্রাউন্ডসিকিউরিটিসুপারভাইজার	০১ (এক)	০৫ জন
কার্গোঅপারেটিভ স্ক্রিনার	০১ (এক)	১০ জন
ডসনিয়র কার্গো অপারেটিভ	০১ (এক)	০৮ জন
কার্গো অপারেটিভ	০২ (দুই)	২৭ জন
ইটিডি অপারেটর	০১ (এক)	১০ জন

Redlineভবিষ্যতে উপরোল্লিখিতপ্রশিক্ষনেরধারাবাহিকতাবজায় রেখেআরোকিছুবিশেষায়িতপ্রশিক্ষণপ্রদানকরবেঃ

১। ন্যাশনালইন্সপেক্টর কোর্স
২। এয়ারপোর্ট ম্যানেজার কোর্স
৩। ট্রেইনার কোর্স
৪। সিনিয়রম্যানেজমেন্ট কোর্স

গত ৫ মে ২০১৬ খ্রি তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গোভিলেজ RA3 (EU Aviation Security Validated Regulated Agent)হিসেবে মর্যাদালাভ করে। ইউরোপিয় দেশগুলোতে আকাশ পথে কার্গো প্রেরণের জন্য ইউরোপিয় ইউনিয়নের কার্গো নিরাপত্তাসম্পর্কিত বাধ্যবাধকতাঅনুযায়ী এ মর্যাদা অত্যাবশ্যক। স্বল্প সময়ের মধ্যে রেডলাইন কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিকল্পনা মোতাবেক একটি আলাদা বর্ধিত নিরাপত্তা জোন তৈরী করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৩টি এয়ারলাইন্সকে উক্ত নিরাপত্তা জোনের মাধ্যমে কার্গো হ্যান্ডলিং এরজন্য নির্বাচনকরা হয়। বেবিচক, বিমান, রেডলাইন এবং বাফা'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা এ মার্যাদা লাভ করি। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উক্ত নিরাপত্তা জোনের সম্প্রসারণকরে ক্রমান্বয়ে এয়ারলাইন্সের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক আগামী ১ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ কার্গোভিলেজ RA3(EU Aviation Security Validated Regulated Agent)হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে এবং সকল কার্গোপরিবাহী এয়ারলাইন্স এর আওতাভূক্ত হবে। পরিদর্শনকারী ভেলিডেটর বিমানেরACC3 (Air Carrier Carrying Cargo or Mail from Third Country Airport) সম্পর্কিত প্রতিবেদন UK, Department for Transport (DfT)-কে জমা প্রদান করবেন। উক্ত প্রবিতেদন DfTএরকাছেসন্তোষজনক হলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ACC3হিসেবে মর্যাদ লাভ করবে।

অষ্ট্রেলিয়া গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে কার্গো আমদানীর ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, সম্প্রতিহযরতশাহজালালআন্তর্জাতিকবিমানবন্দরের কার্গো নিরাপত্তা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির ফলে অষ্ট্রেলিয়া সরকার তা শিথীল করেছে। গত ৫মে আমাদের মন্ত্রণালয়ে ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন এ সংক্রান্ত একটি পত্র পাঠিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আন্তর্জতিক মানদন্ডে উন্নীত করতে করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা এ রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু শাহজালালে সীমাবদ্ধ করতে চাইনা আমরা এরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থায় চট্টগ্রাম শাহআমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং সিলেট ওসমানী বিমান্ বন্দরও সাজাতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের আহ্বানে কষ্ট স্বীকার করে আপনারা এসেছেন, এ জন্য আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।